CIRRUS
Listen. Measure. Interpret.

Ekdin - Kolkata;Sat, 02 Feb-13;Size : 413.55 sq.cm.;Page : 4

CIRRUS
Listen. Measure. Interpret.

পৌরাণিক ও সাম্প্রতিক ভারতের যোগসূত্র

বইতরণি

সুমন মজুমদার

ভারতের এ যাবৎকালের প্রথম পাঁচটি সেরা বিক্রিত উপন্যাসের মধ্যে-'দ্য রোজাবাল লাইন' অন্যতম একটি এই তথ্য বর্তমান আলোচকের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি নয়, বরং এক বিখ্যাত ম্যাগাজিনের সমীক্ষার ফলাফল। ভারতে এযাবৎকালে যে সমস্ত ভারতীয় লেখক, ইংরাজি ভাষার মধ্যে দিয়ে তাঁদের নিজস্ব ভাবনা তুলে ধরেছেন, তাঁদের মধ্যে অশ্বিন সাংঘি অন্যতম। তাঁর এ পর্যন্ত প্রকাশিত তিনটি বই-- 'দ্য রোজাবাল লাইন', 'চাণক্য'জ চ্যান্ট', 'দ্য কৃষ্ণা কী'-- সবকটিই ভারতীয় পাঠকের অবশ্যপাঠ্য তালিকায় উঠে এসেছে এমন এক তীব্র স্পিডে যা, ভারতীয় প্রকাশন জগতে ইদানিংকালে বেশ বিরলই। এমনকী, অনেকেই আলোচনা করা শুরু করেছেন যে, রাসকিন বন্ড থেকে অমিতাভ ঘোষ-- ইংরাজি ভাষায় ভারতীয় লেখকদের তালিকা ও জনপ্রিয়তার লিস্ট যেখানে বেশ লম্বা, সেখানে কীভাবে এতো দ্রুত অশ্বিন সাংঘি ঢুকে পড়লেন ভারতীয় পাঠকদের বইয়ের র‍্যাকে? অশ্বিনের বই পড়তে পড়তে উত্তরটা অনায়াসে মাথায় খেলে যায়। ভারতীয় জীবনে দৈনন্দিন কথপোকথনে আমরা যে ইংরাজি অহরহ ব্যবহার করি, সেই ভারতীয়-ইংরাজির এক সহজ ও সাবলীল ব্যবহার অশ্বিনের এই উত্থানের অন্যতম কারণ।

আজকের ভারতীয় শহুরে যুব সমাজ, যারা মূলত ইংরাজিতেই কথা বলেন, বিভিন্ন নব নব সেক্টরে, মাল্টিন্যাশানালে কর্মরত এই সব মানুষেরা যে ইংরাজিতে কথা বলেন, তা একেবারেই অ্যামেরিকান-ইংলিশ কিংবা ব্রিটিশ-ইংলিশ নয়। এখনও আর্ন্তজাতিক ভাষাবিদদের স্বীকৃতি না-পেলেও ভারতীয়-ইংলিশ তাঁর নিজস্ব ধারায় বর্তমান। অশ্বিন যে ভাষায় তাঁর গল্পকে এগিয়ে নিয়ে চলেন, সেটা এতো চেনা এক ইংরেজি যে, সেটা পড়তে গিয়ে একবারও কোনও অবধারিত

ইংরাজি শব্দের কথা মাথায় আসেই না। যে লেখনীর ধরন অমিতাভ ঘোষ বা রাস্কিন বন্ডের থেকে একেবারেই আলাদা ঠিক যে কৌশলে চেতন ভগত-এর বই পৌঁছে যায় গুজরাত থেকে শিলং, লে থেকে কোভালম, সেই একই সূত্র ধরে অশ্বিনও হয়ে ওঠেন সম-জনপ্রিয় সর্বজনগৃহীত এক লেখক।

অশ্বিনের জন্ম অধুনা মুম্বই-এ। ইকনমিক্সে স্নাতক হওয়ার পর 'ইয়েল স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট' থেকে এমবিএ করেছেন। ১৯৯৩ সালে তিনি যোগ দেন তাঁর পারিবারিক ব্যবসায়। কিন্তু নিজের ভিতরে লুকিয়ে থাকা এক লেখক তাঁকে ব্যবসার ফাঁকে টেনে আনে কলম ধরতে। ২০০৬ সালে তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দ্য রোজাবাল লাইন' লেখা শুরু করেন. ২০০৮ সালে প্রকাশ পায় এই উপন্যাস। তারপর থেকেই পারিবারিক ব্যবসা চালানো ছাড়াও তাঁর নামের পাশে লেখক হিসাবেও আরেক লাইন যোগ হয়। তাঁর বই 'দ্য রোজাবাল লাইন' একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বই হিসাবে ক্রমেই পরিচিতি লাভ করে। সঙ্গে তিনিও. একথা বলাই বাহুল্য, তিনি আর নিজেকে পারিবারিক ব্যবসায় সীমাবদ্ধ রাখেননি।

তাঁর দ্বিতীয় বই দিয়ে তিনি অসমুদ্রহিমাচল-কে একরকম মাতিয়েই তুলেছেন বলা চলে। দ্বিতীয় বই 'চাণক্য'জ চ্যান্ট' ২০১১ সালে প্রকাশ পাওয়ার দু'মাসের মধ্যে প্রায় সমস্ত কপি শেষ হয়ে যায় ও বেস্ট সেলারের তকমা পায়। বইটি ইন্ডিয়া টুডে-র তখনকার সমীক্ষায় একেবারে একনম্বরে উঠে আসে। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে অশ্বিন তুলে ধরেন এক এমন ভারতীয় ব্যক্তিত্বকে, যাঁর সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির চর্চা মিথ আকারে ঘুরে বেড়ায় আমাদের আশেপাশে এখনও। তিনি চাণক্য। অশ্বিনের উপন্যাসে চাণক্য শুধু আর একজন তান্ত্রিক পুরুষই নন, তিনি একজন মানুষও বটে, যিনি নিজের বাবার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তাঁর চরিত্র চাণক্য হয়ে ওঠে এক বিমূর্ত ভারতীয়। চাণক্য ফিরে আসেন আজকের প্রেক্ষাপটে গঙ্গাচরণ মিশ্র হয়ে, যিনি এক ব্রাহ্মণ শিক্ষক আর চন্দ্রগুপ্ত সেখানে এক ফুটপাতের মেয়ে, যে ক্রমেই পরাক্রমী হয়ে ওঠে। এ-হেন বর্তমান চাণক্য অথবা গঙ্গাচরণ মিশ্র তাঁর চাণক্যনীতিতে ক্রমে এগিয়ে নিয়ে চলেন সেই মেয়েটিকে, ক্রমশ বিজয়ের উদ্দেশ্যে।

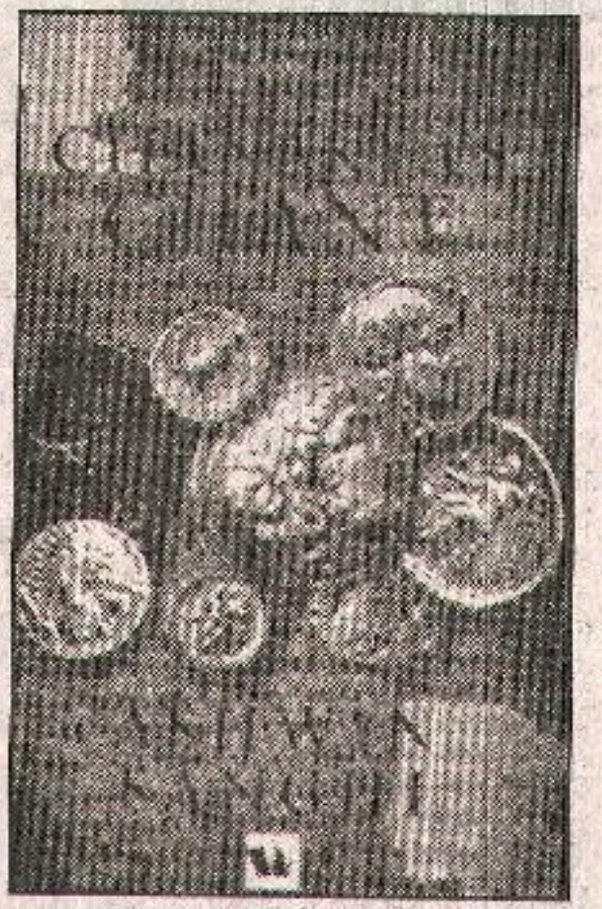

অশ্বিন তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'দ্য কৃষ্ণা কী' শুরু করেছেন একটু অন্যভাবে। এখানে এক বন্ধু তাঁর অপর বন্ধুর মৃত্যুরহস্য উদঘাটনে চেষ্টা চালান। আর ক্রমে তিনি জড়িয়ে পড়েন মৃত্যুরহস্যে। হত্যার মূলে থেকে যায় এক সাইকোপ্যাথ, যে নিজেকে কল্কি অবতার ভাবে। পুরাণের সূত্র সাম্প্রতিকে এসে মেশে অশ্বিনের এই পুরাণের সঙ্গে আজকের চরিত্রদের নিশিয়ে দেওয়ার কৌশল এক কথায় দারুণ। তাঁর চোখে বারবার পৌরাণিক চরিত্রেরা এসে হাজির হয় এসময়ের অবয়বে, অথবা অন্যভাবে ভেবে দেখলে হয়ত অশ্বিনও তাঁর চরিত্রদের মধ্যে খুঁজে পান কোনও এক প্রাচীনত্বকে যা আসলে তাঁর লেখনী, দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্যের আসল সম্পদ। যেহেতু ভারতীয় হিন্দু বলতে আমরা এই পৌরাণিক চরিত্রগুলির সঙ্গে সামাজিক সূত্রেই ভীষণভাবে পরিচিত, তাই বর্তমান দৃষ্টিকোণে এই চরিত্রদের রেফারেন্স-এ ফিরে আসা পাঠককে নিঃসন্দেহে মুগ্ধ করে।